চিত্রাঞ্জলির
স্বয়ংসিদ্ধা
ভরত সমশের জং বাহাদুর রাণা
প্রযোজিত

ভরত সমশের জংবাহাদুর রাণা
প্রযোজিত
চিত্রাঞ্জলি নিবেদিত

স্বয়ংসিদ্ধা

পরিচালনা :
সুশীল মুখার্জী
সঙ্গীত :
নচিকেতা ঘোষ
চিত্রনাট্য :
ভরত সমশের জংবাহাদুর রাণা

আলোকচিত্র গ্রহণ :
কানাই দে
চিত্রগ্রহণ :
মধু ভট্টাচার্য্য
সহকারী :
বিমল চৌধুরী
সম্পাদনা :
সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দেশনা :
প্রসাদ মিত্র
গীত রচনা ও সংলাপ :
শ্যামল গুপ্ত
কর্মাধ্যক্ষ :
দিবাকর শর্মা
ব্যবস্থাপনা :
নিশীথ চক্রবর্ত্তী
সহকারী :
গোকুল বালা, খোকন দাস
॥ সহকারীবৃন্দ ॥
পরিচালনায়
অমিত সরকার, রাণা চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত :
ভি, বালসারা, সুমিত মিত্র (বম্বে)

সাজসজ্জা :
বিশু চক্রবর্ত্তী, কেদার শর্মা,
বরেন দত্ত
দৃশ্যপট :
স্বপন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা :
সমরেশ বসু
শিল্প-নির্দেশনা :
গুপী সেন
শব্দগ্রহণ :
সিদ্ধ নাগ
শব্দপুনর্যোজনা :
সত্যেন চ্যাটার্জী, বলরাম বারুই
রূপসজ্জা :
শম্ভু দাস, দিলীপ চক্রবর্ত্তী
পটশিল্পী :
প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
সাজসজ্জা সরবরাহ :
দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
আলোক নিয়ন্ত্রণ :
হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন, সুধীরঞ্জন
বিনয়, বরেন ও মগরু
অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ :

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও
পরিস্ফুটন :
ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী
কণ্ঠসঙ্গীত :
আশা ভোঁসলে
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
মান্না দে
শব্দগ্রহণ :
জে. ডি. ইরাণী
প্রচার :
ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা
প্রচার অঙ্কন :
বিশু ঘোষ ও বিদ্যুত চক্রবর্ত্তী
স্থিরচিত্র : শ্যামল কুণ্ডু
পরিচয় পত্র : চণ্ডী লাহড়ী
কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
সমর মুখার্জী
নিত্য গোপাল নন্দী
বিশ্ব পরিবেশনা :
পিয়ালী পিকচার্স

কাহিনী

শ্যামপুকুরের করালী কোবরেজ। তাঁর দুরন্ত মেয়ে চণ্ডী অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সদা সক্রিয়। সেখানকার রাজামশাই চণ্ডীকে দেখে নিজ ছেলের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা দেন। রাজা—মশাইয়ের দু'ছেলে। বড় ছেলে গোবিন্দ স্বর্গীয়া রানীমার—যার ছোট ছেলে নিবারণ বর্ত্তমান রানীমার আদরের দুলাল। গোবিন্দকে ছোটবেলা থেকেই রানীমার নির্দেশে আফিং খাইয়ে, অস্বাভাবিক, প্রকৃত পক্ষে বোধজ্ঞানহীন বোকাহাবায় পরিণত করা হয়েছিল। এ নাটকে আরও দু'জনের সক্রিয় হাত কাজ করছিল। এক মৃণালিনী—নিবারণের দূরসম্পর্কিত বিধবা বোন। আর নাটের গুরু পুরতন দেওয়ানজী মল্লিক মশাই। যার অসৎ কার্যাকলাপে স্বর্গীয়া রানীমা ওনাকে বরখাস্ত করেছিলেন। ওদের চক্রান্তে নিবারণ দিন দিন দুরন্ত আর অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল।

এদিকে নিবারণের সঙ্গে রানীমা এক সাধারণ কোবরেজের মেয়ের বিয়ে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা মশাই গোবিন্দর সঙ্গেই চণ্ডীর বিয়ে দিলেন। চণ্ডী নিজের বোকাহাবা স্বামীকে স্বাভাবিক করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালালো। আ'ফং খাওয়ানো বন্ধ হলো। নতুন করে লেখা পড়া শিখতে লাগলো গোবিন্দ। কালক্রমে গোবিন্দর বোধশক্তি ফিরে আসতে লাগলো।

মল্লিক মশাই নিবারণকে সমস্ত এষ্টেটের মালিক করতে চেয়ে অসুস্থ রাজা মশাইকে দিয়ে একটা উইল সই করাতে নিবারণকে পাঠালেন।

উত্তেজনায় এবং মানসিক আঘাতে রাজা মশাই দেহত্যাগ করলেন।

উইল সই হলো না—ঘরিয়া হয়ে উঠলেন মল্লিক মশাই। নিবারণ গোবিন্দকে অপহরণ করে বাগান বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে উইল সই করতে বললো। চাবুকের পর চাবুক পড়ছে।

এদিকে নিজের ছেলের অসহ্য ব্যবহারে ও স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে রাণীমা নিজের ভুল বুঝলেন। রাজবাড়ীর পাইক বরকন্দাজ সাহায্যে চণ্ডী গোবিন্দকে উদ্ধার করলো। আর...অগ্নিদগ্ধ ভাই—নিবারণকে বাঁচাতে জীবন পণ করে গোবিন্দ ভ্রাতৃত্বের মর্য্যাদা দিল।

স্বয়ংসিদ্ধা চণ্ডীর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় এক ক্ষয়িষ্ণু রাজ পরিবার নতুন করে জীবনসূর্য্য ওঠা দেখলো।

—•—

'গান—১'

কথা : শ্যামল গুপ্ত।
সুর : নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ : মান্না দে।

কি সুন্দর :—কি সুন্দর !!
বারে কি মজা—
কিচি মিচি—কিচি মিচি
চন্দনা, ও মুনিয়া, কাকাতুয়া,
ওরে টিয়া !
নাচা নাচি—লাফা লাফি
ডাকা ডাকি—দাপা দাপি
দিনরাত ধরে—হিঃ হিঃ
কেন এত কিচি মিচি
কিচি মিচি—কিচি মিচি
মিছি মিছি—কিচি মিচি

কানে লেগে গেছে তালা
ঝালা পালা—যা-যা পালা
খাঁচাটার ছিট কিনি
খুলে দি' যা দি'কিনি
ভারি মজা—থাকবিনি
আর তোরা ঘিজি ঘিজি
কিচি মিচি—কিচি মিচি
মিছি মিছি—কিচি মিচি

আর কেন ছটফট
ও ময়ুর চটপট
বেরো-বেরো—চল-চল
রোদ্দুরে ঝলমল
হাত তালি দিয়ে বল
খুব জোর বেঁচে গেছি।
কিচি মিচি—কিচি মিচি
কি সুন্দর ! কি সুন্দর !!
বারে কি মজা

—•—

গান—২

কথা : শ্যামল গুপ্ত।

সুর : নচিকেতা ঘোষ।

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

এ রাত বড় নিলাজ
সয়না দেরি সয়না
তৃষ্ণায় ভরা এ রাত
সুরায় শুধু হয়না
আ.....

লুটে নাও—হো—হো—
হো—হো—লুটে নাও
পেয়ালাটা থাক পড়ে
বুকে তুলে নাও মোরে
মিছিমিছি রাত টাকে

কেন যেতে দাও
লুটে নাও—হো—হো—
হো—হো—লুটে নাও
কামনার ফুল বাগানে ধরেছে কলি
এসো ওগো মৌ-পিয়াসী চতুর অলি

মদির মদিরা মেশা
এ মধুতে আরো নেশা
অধরে অধর দিয়ে—ও রাজাবাবু—
পান করে যাও—খাও—
লুটে নাও—লুটে নাও—লুটে নাও
লুট নাও—গো—গো—
হো—গো—লুটে নাও
আলোগুলো দাও নিভিয়ে
আঁধারই ভালো;
চেয়ে চেয়ে এই দুচোখে
জোছনা আলো।
দু' হাতে জড়িয়ে ধরে
আমাকে তোমার করে
রেশমী ওড়নাটাকে—ও বাবুজী
দাও খুলে দাও—খাও—
লুট নাও—লুটে নাও
লুটে নাও—ও—ও—
—ও—ও—লুটে নাও।

গান—৩

কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ : আশা ভোঁসলে।

ঘুম পাড়ানি গানে কবে
ধার করা ঘুম ভাঙাবো
মরা রাতের বুকটা চিরে
সূর্য্যটাকে জাগাবো
ঘুম—
পাথর চাপা পাগল ঝোড়া
নদী হতে দেয় না ওরা
বজ্র হেনে—বন্যা এনে
বুকে-তে দোল লাগাবো
ঘুম.....ঘুম.....

ভাবছি--শুধু ভাবছি--আর ভাবছি
কোথায় পাবো সোনার কাঠি—
ভাবছি
কার ছোঁয়াতে সবুজ হবে আবার
অনাদরে পড়ে থাকা মাটি।
মিথ্যে ভয়ের জাল ঘেরানো
তুচ্ছ ভেবে মুখ ফেরানো
জীবন টাকে কেমন করে
নানা রঙে রাঙাবো
ঘুম.....ঘুম.....

গান—৪

কথা : শ্যামল গুপ্ত।
সুর : নচিকেতা ঘোষ।
কণ্ঠ : আশা ভোঁসলে।

আলো আর আলো দিয়ে
তোমার খুশীটি নিয়ে
প্রেম কে নতুন করে জানলাম,
মনে হয় আজ আমি
হাজার সূর্য্য ওঠা দেখলাম।
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি
ছিল মনে ঘুমিয়ে আমার
বসন্ত ডাক দিল
নিয়ে তার ফুলের বাহার।
তাই তারা জাগলো যে,
শিহরণ লাগলো যে,
তাদের পাখার রঙ মাখলাম।
রাশি রাশি ভালোবাসা
বুকে যেন ধরে না আমার
সমুদ্রে মিশে নদী আজ সে যে
নদী নেই আর।
সীমানা ছাড়িয়ে আমি
নিজেকে হারিয়ে আমি
তোমার সীমায় ধরা পড়লাম।

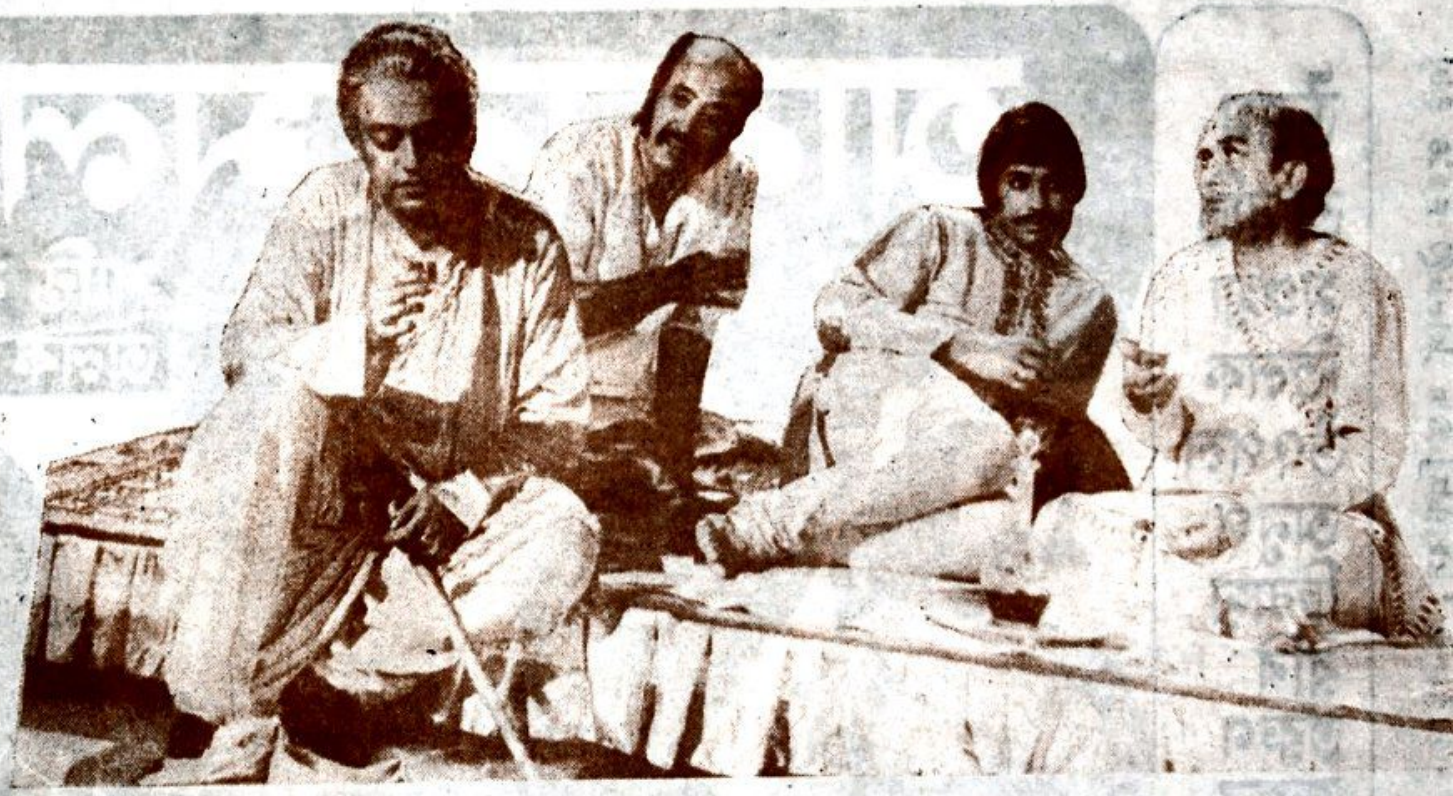

রূপায়নে :—মিঠু মুখার্জ্জী, রঞ্জিত মল্লিক, অভিজিত সেন (বম্বে) উৎপল দত্ত, সত্য বন্দোপাধ্যায়, ভানু বন্দোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জ্জী, গুরুদাস ব্যানার্জ্জী, চিন্ময় রায় (অতিথি), ননী গাঙ্গুলী, অসিত সেন (বম্বে), বামু মুখার্জী, অজয় ব্যানার্জী অমর মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, ছায়া দেবী, শোভা সেন, গীতা দে, রত্না ঘোষাল (আতিথি), সুলতা চৌধুরী ও আরও অনেকে।

পিয়ালী পিকচার্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঈশ্বর প্রসাদ শর্মা কর্তৃক ৩২, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারিত।

নিউ ওয়েভ ডিজাইনার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।